

আপডেট

সাহিত্য রঞ্জন পাল

বর্তমান সময়ের বহুল ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় শব্দটি হল ‘আপডেট’। মূল ইংরেজী থেকে আসা এ শব্দটি এখন প্রায় পৃথিবীর সবগুলি ভাষাতেই নিজের স্থান করে নিয়েছে শব্দান্তরিত না হয়েই। যেমন উন্নত জার্মান জাতিও তাদের গর্বিত ভাষায় একে স্বাগতম জানাতে কুষ্ঠাবোধ করেনি শুধু তাদের ক্রীয়াপদের সাধারণ ধারানুযায়ী শেষে ‘এন’ যোগ করে ‘আপডেটেন’ বানিয়েছে। যেমন আমরা আমাদের ক্রীয়াপদে ইংরেজী ‘টু আপডেট’ এর পরিবর্তে ‘আপডেট করা’ বলে থাকি। বাংলায় এর অর্থ দাড়ায় ‘নতুনতর অবস্থান্তর’, অর্থাৎ পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে বর্তমানের ভাল অবস্থায় রূপান্তর বা পরিবর্তন।

সময়ের সাথে পাল্টে যাচ্ছে সবকিছু এবং পাল্টাবেই, এটাই নিয়ম, তবে কথা হচ্ছে এ পাল্টে যাওয়া প্রকৃয়ার গতি নিয়ে। মজার ব্যাপার হল এ গতি ভীষণ ভাবে বেড়ে চলেছে। এর জন্য যুক্তিসঙ্গত কারণও রয়েছে। বিগত সময়ের আবিষ্কার গতি দিচ্ছে বর্তমানকে, বর্তমান গতি দেবে আগামীকে। কমবেশী সব কিছুতেই চলছে এ প্রকৃয়া আর সমস্ত কিছু মিলিয়ে প্রকৃয়ার যোগফল হল সভ্যতার উন্নতি। অর্থাৎ সভ্যতার আপডেট হচ্ছে। যুগ পাল্টাচ্ছে। ধারাবাহিক এ প্রকৃয়ায় যারা দ্রুত নিজেদের আপডেট করতে পারছে তারা যুগোপযোগী থাকছে অর্থাৎ উন্নত আর যারা পারছেন না তারা অনুন্নত বা ভাল বাংলায় উন্নয়নশীল।

তাকানো যাক উন্নত দেশ জার্মানির দিকে। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা ইংলিশ ব্যবস্থা থেকে আলাদা। পাঁচ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিস্ট্রি অথবা ফিজিক্স পড়ে সরকারের তথা জনগনের এক বোঝা অর্থ অপচয় করে পাশ করে বেরিয়ে একজন তার কাংখিত পেশাগুলির মাঝের কয়েকটি যেমন, ব্যাংক ম্যানেজার, ম্যাজিস্ট্রেট অথবা অন্যকোন সিভিল সার্ভেন্ট হয়ে তার এত দিনের অনেক শিক্ষার কতটুকু কাজে লাগাতে পারছে? কোন সন্দেহ নেই শিক্ষার জন্যই এতদূর আসা সম্ভব হচ্ছে, কম হলেও ভিত্তিমূল তৈরি হচ্ছে। কিন্তু বিন্যাস ব্যবস্থার আরেকটু আপডেটেড হলে এই পরীশ্রমে (শিক্ষায়) আরো বেশী ফল পাওয়া সম্ভব হত।

তো আমরা ছিলাম আপডেট আলোচনায় জার্মানির দৃষ্টান্তে। জার্মানির শিক্ষা ব্যবস্থা একটু জটিল। একজন জার্মানের পক্ষেও জার্মানির শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব দুষ্কর। এখানে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা এবং ব্যবস্থা রয়েছে। মেধা এবং ইচ্ছানুযায়ী যে যে ধরনের ব্যবস্থায় সুবিধা বোধ করছে, সে সেটাই করছে। কাউকে জিজ্ঞেস করলে সমস্ত ব্যবস্থার ব্যাতিরেকে মোটামুটি তার সময় এবং তার নিজস্ব পজিশনের বর্ণনাটা সে দিতে পারছে। এ ছাড়াও জার্মানি কতগুলি প্রদেশে (মোটামুটি ভাবে আমাদের ভাষায় এভাবে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। এদের ভাষায় বুডেসল্যান্ড অর্থাৎ কিনা ইংরেজীতে ‘স্টেট’) বিভক্ত এবং প্রত্যেক প্রদেশের রয়েছে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধিকার। আর এ জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার আপডেট নিয়েও একটি প্রতিযোগিতা তাদের মাঝে লেগে আছে।

মোটামুটি ভাবে আমার অভিজ্ঞতাকে কলিগ থমাস, যে ডার্মস্টাড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাথটিক্সএ তার স্টাডি শেষ করে বেরিয়েছে, এর অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে একটি চিত্র দাড় করানোর প্রয়াশ পাচ্ছি। আমাদের এস.এস.সি বা মাধ্যমিক পর্যায়ে মত এদের রয়েছে ‘সুলআবসুস’ বা ‘মিটলেরে রাইফে’। এই পর্যায়ে যারা মেধাবী তারা ষষ্ঠশ্রেণী থেকে গিমন্যাজিয়মে (উন্নত মানের স্কুল) যেতে পারছে। নিম্নমানের যারা তারা (হাউপ্টসুল-আবসুস) অর্থাৎ কিনা অষ্টম শ্রেণীতেই স্কুল শেষ করছে। আর সাধারণ মান সম্পন্নরা নির্ধারিত সময় শেষ করে অর্থাৎ দশম ক্লাশের পর স্কুল শেষ করছে ‘রিয়েল-সুলআবসুস’ এর মাধ্যমে।

এক সময় মানুষের একার পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব নয় বলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী বা পেশার সৃষ্টি করা হয়েছিল সভ্যতার অগ্রগতির স্বার্থে। এতে করে একজন লোক একধরনের কাজ করার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ছে, সময় কম লাগছে এবং তার উপর চাপও কম পড়ছে। আর এই বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধরনের কাজের বন্টন সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে রাষ্ট্র। ঠিক তেমনি জার্মানিতে রয়েছে মোটামুটি পাঁচশ ধরনের পেশা। স্কুল শেষ করার পর অধিকাংশই বিভিন্ন ধরনের পেশা শেষে জার্মান ভাষায় বেরুফ অথবা আউসবিবুডুং অর্থাৎ পেশা শিক্ষা লাভ করে।

এর পরের পর্যায়ে (মোটামুটিভাবে আমাদের ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে মত) বলা হয় ‘হোকসুল-আবসুস’। এ পর্যায়ে রয়েছে ‘ইউনিভার্সিটি’ এবং ‘ফাকহোক সুলে’। ইউনিভার্সিটির পূর্বশর্ত হল আবিভূত, স্কুলের পর ২-৩ বৎসর অর্থাৎ কিনা আমাদের কলেজের ন্যায় আর ফাকহোক সুলের পূর্বশর্ত বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন ‘ফাকওবেরেসুলে’ অথবা প্রাসংজিক বেরুফ এবং একটা নির্দিষ্ট সময় ব্যাপী প্র্যাকটিস অথবা একটি দীর্ঘ সময় যাবৎ এই পেশা চর্চা ইত্যাদি। ফাকহোকসুলে সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত যেখানে প্র্যাকটিসের গুরুত্ব বেশি এবং এটি মোটামুটি ৬ - ৮ সেমিস্টারের হয়, পাশাপাশি ইউনিভার্সিটিতে থিয়োরীর প্রাধান্য বেশি এবং ৮ - ৯ সেমিস্টারের মত। কর্মকার, চর্মকার, ক্ষৌরকার থেকে শুরু করে আইটি পর্যন্ত সবাইকে কমপক্ষে স্কুল শেষ করে দুবৎসর যাবৎ পেশার উপর শিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে। এ দুই বছরে সবাইকে তাদের নির্ধারিত পেশা এবং তারসাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির অতিত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, আভ্যন্তরীণ, বহিরাঙ্গিক ইত্যাদি সকল বিষয়ে জ্ঞান দেয়া হচ্ছে। পাশ করে বেরিয়ে প্রত্যেকে তার নির্ধারিত পেশায় যোগ দিচ্ছে। এতদিনের শিক্ষার সাথে তখনকার ব্যবহারিক যোগ সবাইকে করে তুলছে দক্ষ কারিগর। আর প্রফেশনের কোর্সগুলিও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে। আর তারমানেই যুগ পাল্টালেও জার্মানি প্রযুক্তি তার সুউচ্চ আসনেই থেকে যাচ্ছে।

ফটোকপিয়ারগুলো ইদানীং উন্নত দেশগুলির প্রাতিষ্ঠানিক কাজে বলা যায় কম্পিউটারের পর পরই স্থান দখল করে আছে। তথ্যের যে হারে আপডেট হচ্ছে তাতে বই প্রকাশের সময় পর্যন্ত হচ্ছে না। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বেই চলে আসছে নতুন আপডেট। সুতরাং দ্রুতগতিতে কপি করা পৃষ্ঠাগুলো ফাইলাকারে পুস্তকের স্থান দখল করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, আপডেটের এই স্রোতধারায় হারিয়ে যাচ্ছে অনেক পুরোনো পেশা। নতুন নতুন গড়ে ওঠা পেশাগুলো সে স্থান দখল করে নিচ্ছে। এতদিন কষ্টকরে শেখা বহু বৎসরের কর্ম অভিজ্ঞতার পরও অনেককে দুঃখ জনকভাবে বেকার হয়ে যেতে হচ্ছে। ভীষণ আঘাত পেলেও যুগের চাহিদাকে এক সময় তারা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। অবশেষে শিক্ষা গ্রহণের কোন বায়সিক সীমা নেই কথাটাকে সত্য প্রমানিত করে আবার নতুন করে কোন পেশা শিখছে তারা, জার্মান ভাষায় যাকে বলা হয় “বেরুফলিশে ভাইটারবিবুং” অর্থাৎ কিনা প্রফেশনাল ফারদার এডুকেশন।

আমাদের বাঙালীদের মাঝে যেন রক্ষনশীল প্রবনতা একটু বেশি। যে কোন আপডেটের ক্ষেত্রেই প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কেউ সংস্কারমূলক কোন কিছু করতে চাইলে চতুর্দিকের প্রবল চাপের মুখে পড়তে হয় তাকে। আর এভাবেই কেবল পিছিয়ে পড়ছি আমরা। কোন প্রাচীনকালে একজন ইবনে বতুতা তার ভ্রমণ বৃত্তান্তে আমাদের এলাকাটিকে “ঐশ্বর্যময় দোজখ” আখ্যা দিয়েছিলেন। ভারতে এসেই দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের উক্তি ছিল সেনাপতি সেলুকাসের প্রতি, “সত্যি সেলুকাস, বিচিত্র এই দেশ”!

রোগের কারণানুসন্ধান (ডায়াগনোসিস) না হলে তার প্রতিষেধকের কি ব্যবস্থা হবে? সেই ডায়াগনোসিসই আমাদের মাঝে অনুপস্থিত, প্রতিষেধক দূরে থাক। সমগ্র পৃথিবী যখন দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছে, আমরা তখন যেন অসুস্থ, দগ্ধ শরীরে কোন রকমে টেনে হিঁচড়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি আর সাহায্যের জন্য হাত বাড়ছি ‘আমাকে টেনে নাও বলে’। কোন সিস্টেম নেই, এমনকি শত বৎসরের পুরোণো বৃটিশের সেই রেখে যাওয়া সিস্টেমও এখন যেন মরচে ধরে খসে খসে পড়ছে। রাজনীতিতে যে ডাহা মিথ্যার বেসাতী চলছে একথা আজ সবার জানা হয়ে গেছে। শুধু পরস্পরের প্রতি দোষারোপ এবং চরম কাঁদা ছোড়াছাড়ি। বিরোধী দলে যেমন সকল দলের চেহারা এক, তেমনি ক্ষমতাতেও। সমস্ত দেশটা যেন ভারতকে কেন্দ্র করে দুটি সেন্ট্রিমেন্টে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। উন্নতির কোন প্রয়োজন নেই, যেন সেন্ট্রিমেন্টাই সবার থেকে বড় বলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একে অনবরত উস্কে দিয়ে ঘোলাজলে মাছ শিকার করছে। এ যেন সেই সহজ সরল গ্রামে টাউট লোকটার শিক্ষক ছদ্মবেশে শিশুদের পাঠদান ‘গোলেমালে যাক কয়েকদিন’।

এ কথাগুলিও এখন পুরোনো হয়ে গেছে, অনবরত কেউ না কেউ বলছেই। শুনতে শুনতে অন্যদেরও কান ঝালাপালা। তাহলে সমাধান কী হতে পারে?। চট করে কোন সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়, আসুন প্রথমেই সবাই স্বীকার করে নেই। অন্তত প্রকৃত্যাতো শুরু করতে পারি আমরা, যেন তারপর আপডেট চলতে পারে। এ ধ্বংসাত্মক রাজনীতির মূল উপকরণ যে জনগন প্রথমে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে যেন তাদের উপলব্ধিবোধ জাগ্রত হয় ভাল এবং মন্দের রাজনীতি বোঝার। তাহলে অবশ্যই সেন্ট্রিমেন্ট ভিত্তিক এ রাজনীতি গন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

উন্নত দেশগুলোতে আমরা লক্ষ্য করি এ সেন্ট্রিমেন্ট নেই বললেই চলে (একেবারেই নেই তা বলছি না)। এখানে সরকার প্রতিনিয়তই ট্যাক্স বাড়াবে, অর্থাৎ কিনা সাধারণ লোকগুলোর বেতন থেকে সরকারের তহবিলে আরো বেশী করে কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেতন কমে গেলে খারাপ সবারই লাগবে এবং লাগছেও; যার পরিস্কার অর্থ হলো বিরোধী দলগুলোর জন্য বড় সুযোগ। কিন্তু তবুও বিরোধীরা সে সুযোগ নিচ্ছেনা। কারণ একটা ব্যাপার তাদের কাছে পরিস্কার যে, খারাপ লাগলেও জনগনের মাঝে ঐ মানসিকতা উপস্থিত যে, সরকারের ট্যাক্স বৃদ্ধি জনগনের স্বার্থেই এবং এর সুযোগ নিতে গেলে তাদের সুবিধাবাদী চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং জনসমর্থন হারাবে।

আমাদের রাজনীতিতেও লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন সময় তুলনামূলক প্রগতিশীল দলের আত্মপ্রকাশ, যারা সেন্ট্রিমেন্টের বাইরে প্রগতির উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিরোধীতার স্বার্থে বিরোধীতার পরিবর্তে সরকারী ভাল পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। এ মুহূর্তে ডঃ কামাল হোসেনের গন ফোরামের কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে মনে পড়ছে। মজার কথা আমাদের রাজনীতির ইতিহাসে এ জাতীয় পদক্ষেপ টেকসই হতে পারছে না। কারণ গন সচেতনতা এখনো ঐ পর্যায়ে পৌঁছেনি। এখানে রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা বা জোয়ার পেতে চাই যেকোন একটা সেন্ট্রিমেন্ট বা হুজুগ। অবশ্য এই অবস্থা শুধু আমাদেরই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কলোনী থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত উন্নয়নশীল অধিকাংশ স্বাধীন জাতি সমূহেরই।

এ অবস্থার অবসানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হলো শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার। তবে তারও পূর্বে জাতীয় উন্নতির স্বার্থে খোদ রাজনৈতিক দলগুলিরই আপডেট এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দলমত নির্বিশেষে একা প্রয়োজন। তারপর সর্ব সম্মতিতে প্রাথমিক এবং সম্ভব হলে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণ। বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডগুলিকে স্বায়ত্ত্বশাসনও প্রদান করা যেতে পারে যাতে সরকারের নিজের উপর চাপ কমে বোর্ডগুলির মাঝে তাদের প্রকৃত্যাকে উন্নত ও যুগোপযোগী করণের একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অবশ্য এ সন্দেহও থেকে যায়, দুর্নীতি যেখানে রস্ট্রে রস্ট্রে সেখানে স্বায়ত্ত্বশাসন উন্নতির পথে আদৌ কোন প্রতিযোগিতা আনবে কিনা, নাকি দলীয় রাজনীতির পথকে আরো পরিস্কার করে পরিস্থিতি ভয়াবহ করে তুলবে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিস্থিতি অনেকটা সেই আশংকাকেই প্রমানিত করে।

পরিস্থিতি আজ এমন দাঁড়িয়েছে, আমাদের দেশের ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে কথাই বলা চলে না। কারণগুলো অনেকটা এমন: ছাত্র রাজনীতি না থাকলে একুশে ফেব্রুয়ারী হতো না, আমরা স্বাধীনতা পেতাম না, ১৯৯০ তে এরশাদ পতন হতো না ইত্যাদি ইত্যাদি। যুবশক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। যুবশক্তি নির্ভক এবং প্রগতিককে গ্রহণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুত। একে ভালভাবে ব্যবহার করতে পারলে খুবই ভাল এবং খারাপভাবে

ব্যবহার করলে চমৎকার হাতিয়ার। যেমন এডলফ্ হিটলারের এস, এ / এস, এস বাহিনী। এমনকি আজকেন উন্নত দেশগুলিতেও এক শ্রেণী এ যুব সমাজকেই আবার প্রবল জাতিয়তাবাদের সত্তা সেন্টিমেন্টে (নিউ নাৎসীজম) ভাসাতে চাইছে। আমাদের ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করলেই যুব শক্তি হারিয়ে যাবে না। রাজনীতি হবে রাজনৈতিকাজনে, শিক্ষাজনে নয়। এতে সুবিধাবাদী ঐ সমস্ত রাজনৈতিক দল নেতৃত্বগুলো শিক্ষাজনকে আর তাদের কৌশলী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। শিক্ষাজন হবে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও সেশন জট মুক্ত। এক্ষেত্রে শিক্ষা কার্যক্রম ভিত্তিক আপডেট সম্ভব হবে। অকারণে শিক্ষাজনে হরতাল হবে না, সে অঞ্জন হবে অস্ত্র মুক্ত, হঠাৎ করে চর দখলের মত বাইরে থেকে মাস্তান ভাড়া করে হল দখল করে ইচ্ছের বাইরে অন্যদের বাধ্য করা হবে না জোরপূর্বক তাদের রাজনীতিতে যোগ দিতে। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তি জীবনে এবং সম্মিলিতভাবে জাতীয় জীবনে এই আপডেটের এখনই সময় এবং অপরিহার্য।